ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩২৬৬

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি, ২০২০

সচিবালয়ে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী
এডিসি এলাকার যেসমস্ত গ্রামে পানীয় জলের উৎস নেই
সেই গ্রামগুলিকে একমাসের মধ্যে চিহ্নিত করতে হবে

এডিসি এলাকার যেসব গ্রামে পানীয় জলের কোনও উৎস নেই সেই গ্রামগুলিকে একমাসের মধ্যে চিহ্নিত করতে হবে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরকে। পাশাপাশি চিহ্নিত গ্রামগুলিতে ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের পানীয় জলের বিকল যেসকল উৎস রয়েছে সেগুলি দ্রুত চালু করার জন্যও উদ্যোগ নিতে হবে দপ্তরকে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের জল জীবন মিশন, অটল জলধারা মিশন এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনগণকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা রাজ্য সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্য সরকার গত ২০১৮ সালের ২৮ নভেম্বর অটল জলধারা মিশন নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের আধিকারিক বৈশম্পায়ন চক্রবর্তী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৮,৭২৩টি পাড়া রয়েছে। এরমধ্যে ৬,১৫৮টি পাড়ায় সম্পূর্ণ জলের উৎস রয়েছে। ২,৫৫৩টি পাড়ায় আংশিক জলের উৎস রয়েছে এবং ১২টি পাড়ায় জলের কোন উৎস নেই। তিনি আরও জানান, ৮,৭২৩টি পাড়ার মধ্যে ৪,৮৩৭টি পাড়ায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ১,২৪৯টি পাড়ায় আংশিকভাবে পাইপলাইনে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেসব পাড়ায় কোন জলের উৎস নেই সেখানে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জলের উৎস সৃষ্টি করার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া যেসকল পাড়ায় এখনও পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছানো সম্ভব হয়নি সেই পাড়াগুলিতে পাইপলাইন সম্প্রসারিত করার জন্য দপ্তরকে দ্রুত উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের আধিকারিক বৈশম্পায়ন চক্রবর্তী আরও জানান, পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে রাজ্যে বর্তমানে ২,০১৫টি ডিপটিউবওয়েল, ৩৭০৪টি স্মলবোর ডিপটিউবওয়েল, ৫৪টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৩৯টি গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৯২৫টি আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট, ১৪৭টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক, ১৮,০৪৯টি স্পটসোর্স, ১১,৯০৬.৫১ কিমি পাইপলাইন এবং ৫১,১৯১টি হাইড্রেন্ট পয়েন্ট রয়েছে। যে সমস্ত হাইড্রেন্ট পয়েন্টের আর প্রয়োজন নেই বা পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে সেগুলিকে বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে।

সভায় অটল জলধারা মিশন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের আধিকারিক জানান, রাজ্যে শহর ও গ্রামীণ এলাকা মিলে মোট ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫২টি পরিবার রয়েছে। এরমধ্যে অটল জলধারা মিশন প্রকল্প চালু করার আগে মোট ১ লক্ষ ১১ হাজার ২০৬টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল।

২য় পাতায়

বর্তমানে অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে মোট ৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৪৬টি পরিবারে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে। এরমধ্যে শহর এলাকায় রয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৩৬টি পরিবার এবং গ্রামীণ এলাকায় রয়েছে ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩১০টি পরিবার। তিনি আরও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে ৬৯ হাজার ৩৩৭টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৫৫ হাজার ২১২টি পরিবারে ইতিমধ্যেই পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নগর এলাকায় অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে দ্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে ডি ডব্লিও এস দপ্তরকে এখন থেকে সরাসরি ফান্ড প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার যেহেতু অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে পাইপলাইনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই প্রতিটি জেলায় কলমিস্ত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি জেলায় কতজন কলমিস্ত্রী রয়েছে তা চিহ্নিত করে জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, কলমিস্ত্রীদের প্রশিক্ষিত করতে পারলে তারা পারদর্শিতার সাথে জলের পাইপ মেরামতি করতে পারবে। পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থানেরও একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে শৌচালয় নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার সহ ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

******